যুগান্তর

তারিখ ... 04 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

শাবি ভিসির পদত্যাগে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম

সিলেট ব্যুরো

শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদ এবং ভিসি অধ্যাপক আমিনুল হক ভূইয়ার পদত্যাগের দাবিতে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রতীকী অনশন, বিক্ষোভ মিছিল, অবস্থান কর্মসূচি ও কর্মবিরতি পালন করে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও দফতর প্রধানরা। এ সময় ভিসিকে পদত্যাগের জন্য ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেয় শিক্ষার্থীরা। তবে শিক্ষার্থীদের উসকে দেয়া হয়েছে বলে পাল্টা অভিযোগ করেছেন ভিসি।

সকাল ৯টা থেকে ভিসির ভবনের সামনে অধ্যাপক আমিনুল হক ভূইয়ার পদত্যাগ ও বিচারের দাবিতে ৪ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন পালন করেন আন্দোলনরত মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকরা। আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র অধ্যাপক সৈয়দ সামসুল আলম বলেন, আমাদের একটাই দাবি— ভিসির অপসারণ। ভিসি অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা

আলটিমেটাম : পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

আলটিমেটাম : ৪৮ ঘণ্টার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলন থেকে কোনোভাবেই সরে দাঁড়াব না। পরে তার বিচারও করতে হবে। আশা করি সরকার ভিসিকে আজকের মধ্যেই সরিয়ে নেবে। তা না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে।

দুপুর ১টায় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস পানি পান করিয়ে শিক্ষকদের অনশন ভঙ্গ করান। এ সময় নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন অধ্যাপক সৈয়দ সামসুল আলম। ঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে রোববার দিনব্যাপী কর্মবিরতি পালন করা হবে। ৩০ আগস্ট আন্দোলনকারী শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা ওই দিনের হামলার মূল হোতার পাশাপাশি যারা জড়িত তাদের সবার বিচার দাবি করছি। একই সঙ্গে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিও করেন তিনি।

ভিসি আমিনুল হক ভূইয়ার পদত্যাগের দাবিতে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ভবনের সামনে থেকে মিছিল বের করে শিক্ষার্থীরা। তারা মিছিলসহ ভিসির কার্যালয়ের সামনে দুপুর ২টা পর্যন্ত অবস্থান করে। এ সময় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভিসি পদত্যাগ না করলে রোববার কঠোর কর্মসূচির হুমকি দেন তারা। বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী নাজমুল খান বলেন, আমরা মনে করি শিক্ষকদের ওপর হামলা একটি জঘন্য অপরাধ। এর দায় ভিসিকেই ?নিতে হবে। শনিবারের মধ্যে তাকে অপসারণ না করলে পরদিন থেকে আমরা কঠোর কর্মসূচি দেব।

এদিকে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের এ মিছিল-সমাবেশের অনুমতি ছিল না বলে জানান প্রক্টর অধ্যাপক কামরুজ্জামান চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রক্টরিয়াল বিধি অনুযায়ী এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। দুপুরে ভিসি অধ্যাপক আমিনুল হক ভূইয়া তার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মদদে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছে। এটা স্পষ্ট যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো বিভাগের মাত্র দু-একটি বিভাগের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছে।

তবে ভিসির এ অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষক নেতা মো. ফারুক উদ্দিন বলেন, ভিসির চরিত্র ও কাজ সম্পর্কে এখন সারা দেশের মানুষ জানে। তিনি সবসময় মিথ্যাচার করেন— সেটা প্রমাণিত। শুধু মিথ্যাচার করে তিনি টিকে থাকতে পারবেন না।

এদিকে, ভিসি আমিনুল হক ভূইয়াকে লাঞ্ছনাকারী ছাত্রদের বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন ছেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য পংকজ দেবনাথ। বৃহস্পতিবার বিকালে সিলেট জেলা ও মহানগর ছেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলনে প্রধান বক্তার বক্তব্যে এ দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, রোববার শাবিতে ভিসিকে লাঞ্ছিত করেন শিক্ষকরা। এ লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরেই ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা এগিয়ে এসেছিল। এজন্য কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ শাবির তিন ছাত্রলীগ নেতাকে বহিষ্কারও করেছে। কিন্তু যেসব শিক্ষক ভিসিকে লাঞ্ছিত করলেন তাদের তো কোনো শাস্তি হল না। তাদেরও বহিষ্কার করতে হবে।